Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 11-16
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা ভাষা ও বাঙালি - একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. শুভ্রজিৎ চ্যাটার্জি
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Language is an important element of ethnic identity that binds together culturally diverse regions. Bengali is the only language in the world to be also known for its language movements and people sacrificing their life for their mother language (Bengali Language Movement). Bengali is spoken by more than 210 million people as a first or second language. It is usually ranked about seventh in the world in terms of number of people who speak it as a first language. It is also the second most spoken language in India. What is the present status of Bengali language , what kind of changes taken place in modern time, is there any class inequality found and some sociological causal explanation of the changing nature of Bengali language have been discussed in this article.

Key words: Linguistic Imperialism, Globalization, Social Differentiation, Naturalization

ভূমিকা:

"মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা !
মাগো তোমার কোলে ,তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা !"

সত্যিই কি বাঙালিরা আজ তার মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করে ? বাংলায় কথা বলে শান্তি পায় ? অন্তরের গভীর ভালবাসা দিয়ে বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারছে ? ইন্দো-আরয ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই বাংলা ভাষা বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির বিশ্বে 'বাঙালি' পরিচিতি নির্মাণের অন্যতম উপাদান বলেই গণ্য হয়ে এসেছে এতকাল ধরে । ভারতীয় সংবিধানের তেইশটি স্বীকৃত ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা হল অন্যতম। প্রায় দুইশত পাঁচ মিলিয়ন মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। জনসংখ্যার বিচারে বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সপ্তম। বাংলা ভাষা -সাহিত্যের ঐতিহ্য শতাব্দী প্রাচীন । প্রতিবেশী বাংলাদেশের সরকারী ভাষা যেমন বাংলা, তেমনি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত " আমার সোনার বাংলা" এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত " জন গন মন" বাংলা ভাষাতেই রচিত। অনেকেই মনে করেন, শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা কবিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত হয়েই রচিত হয়েছিল । বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন । বাংলা ভাষা আন্দোলন ও এই মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য অসংখ্য মানুষের আত্মবলিদান , বাংলা ভাষাকে বিশ্ব পরিচিতি প্রদান করেছে । ভাষার জন্য যে অবিশ্বাস্য এবং বিরল আত্মত্যাগ বাঙালি করেছে , বাংলা ভাষার অগ্রগতি কি আদৌ তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে ? বাংলা ভাষা কি তার কাঙ্ক্ষিত এবং প্রাপ্য প্রসারে পৌঁছাতে পেরেছে ? বাঙালি জীবনে বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক প্রবণতা ও মর্যাদাকে উদ্ঘাটন করার লক্ষ্যেই তাই রচিত হয়েছে বর্তমান এই প্রবন্ধটি ।

বাংলা ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক প্রবণতা: ইদানীং কালে আপামর বাঙালির মনের ভাবটি হল, বাঙালির জয় জয়কার হোক, কিন্তু বাংলা ভাষা যত দ্রুত সম্ভব উঠে যাক। বাঙালিকে বাংলা বাদ দিয়ে বড় হতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে যে তাকে ইংরেজি নবিশ হতে হবে। তার সঙ্গে হিন্দি নবিশও হতে হবে। হিন্দি যে রাষ্ট্র ভাষা। তাই তাকে কি বাদ দেওয়া যায় ? তাইতো হিন্দি-ইংরেজি ময় স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ওঠার সাধনায় বাঙালিকে আবশ্যিক ভাবে ভাঙা বাংলায় কথা বলতে হয়, বাংলা উচ্চারণ বিকৃত করতে হয়, হিন্দি বা ইংরেজি আদলে বাংলা শব্দ বন্ধকে সাজিয়ে নিতে হয়। সদর্পে ঘোষণা করতে হয়, সন্তানরা বাংলাটা ঠিক পারে না। বর্তমান প্রজন্ম, যারা সারাক্ষণ খুট খুট করে চলেছে মোবাইল ফোন নিয়ে, বই পড়ছে ইংরেজিতে, গানও শুনছে ইংরেজিতে। তারা এরপর বাংলাটাও পড়তে চাইবে ইংরেজিতে। তাদের জন্য বাংলা সাহিত্য হয়তো লিখতে হবে ইংরেজিতে। বাংলা বলতে পারে ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ। কিন্তু বলে না। ২৫ কোটি মানুষ যদি বাংলা বলত, লিখত এবং পড়ত , তাহলে বাংলা ভাষার পিঠ আজকে দেওয়ালে লেগে যেত না। অনেক বাবা-মা বলেন, বাংলা তো লাগে মুদিখানার দোকানে, লাগে মাছ কিনতে ; বিভূতিভূষণ, বঙ্কিম-চন্দ্র কোন কাজেই আসে না। বাঙালি মনে ও জীবনে বাংলার প্রতি কেন এতো অনীহা, সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত এবার করা যাক ----

ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ: যখন কোন প্রাধান্য-কারী দেশ বা রাষ্ট্র তার নিজস্ব ভাষাকে অন্য ভাষাভাষীর দেশ বা সংস্কৃতিতে প্রসার ঘটিয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম বা সচেষ্ট হয় তখন তাকে ভাষা-গত সাম্রাজ্যবাদ বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, অন্য ভাষাভাষীর মানুষের উপর একটা ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়াই হল ভাষা-গত সাম্রাজ্যবাদ। এখানে ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ও ক্ষমতা ক্রিয়া করে, ফলে তৈরি হয় ভাষা-গত সাম্রাজ্যবাদ। কারণ সাম্রাজ্যবাদ বলতে বুঝি, একটা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বা সংস্কৃতির উপর অন্য একটা দেশের আধিপত্য বিস্তার। Galtung-এর মতে *"Imperialism is a type of relationship whereby one society or collective in more general terms can dominate another and which manifests itself in a variety of ways: economically, politically, militarily, culturally and socially"* (Phillipson 1992). আর যখন আধিপত্য বিস্তারের একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে 'ভাষা', তখন তাকে বলে ভাষা-গত সাম্রাজ্যবাদ। William Kevin Penny (2002) এক্ষেত্রে বলেছেন, *" Language is the medium through which the elite of the Center regulate the Periphery and plays a crucial function by providing the link between the dominant and the dominated groups and is representative of the basis upon which the notion of linguistic imperialism is built"*. আমরা জানি ভাষা-গত সাম্রাজ্যবাদ হল উত্তর উপনিবেশিক বিশ্বের একটি অন্যতম বিশিষ্ট। বেশীরভাগ দেশই ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ। তাই তারা তাদের উপনিবেশ দেশগুলিতে স্বদেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল তাদের উপনিবেশিক স্বার্থে। ভারতও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ব্রিটিশরা তাদের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ইংরেজির ব্যাপক প্রচলন শুরু করে। ইংরেজি ভাষা যদিও ভারতে দেশীয় ভাষাগুলির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটাতে পারেনি। কারণ ২০১০ সালে অধ্যাপক G.N.Devy যে People Linguistic Survey করেছিলেন, সেখানে দেখা যায় ভারতে এখনও ৭৮০ টি আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত রয়েছে, যার মধ্যে বাংলাও অন্যতম (Ghosh 2017) । কিন্তু ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া ইংরেজি ভাষাকেও বাঙালিরা বর্জন করেনি, বরং ইংরেজি ভাষার কদর বেড়েছে অনেক গুন বেশি। ইংরেজি ভাষার ব্যবহার বেড়েছে সর্বত্র—তা সরকারি কর্মেই হোক, আর ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজি ভাষা বাঙালি জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এখনও।

বিশ্বায়ন ও বাংলাভাষা -

বিশ্বায়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের জনগণ, অঞ্চল ও দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক- এককথায় সার্বিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয় (চ্যাটার্জি ২০১৬) । বিশ্বায়নের ভাষা হল ইংরেজি। বর্তমানে এই ইংরেজি ভাষা বিশ্বের মধ্যে প্রধান সংযোগকারী ভাষা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। ফলে অনেক আঞ্চলিক ভাষা বিলোপের মুখে। Hjarvard (2002) তাই বলেছেন, *" The media under the influence of globalization spread English, often at the expense of other languages"*. বাস্তবিক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বায়নের সুযোগ সুবিধা গুলিকে কাজে লাগানোর জন্য, বিদেশী সংস্কৃতির সাথে সংযোগ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ইংরেজি ভাষা অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার ব্যবহার

এক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। অর্থাৎ বলা যায় বিশ্বায়নের জোয়ারে "গ্লোবাল ভিলেজ"-এ ইংরেজির রমরমা, বাংলা ভাষার অস্তিত্বকে সংকটের মুখে ফেলেছে।

বাংলার দুর্বলতাঃ পরিভাষার অভাব: বাংলা ভাষা সম্পর্কে অনীহা ও অসন্তোষের আর একটা অন্যতম কারণ হল, উপযুক্ত বাংলা পরিভাষার অভাব। এখনও প্রশ্ন ওঠে, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব কি ? সত্যেন বোস যতই প্রচার করে গিয়ে থাকুন, এখনও অনেক পণ্ডিত মনে করেন, বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, অন্তত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আসলে বাংলায় না লেখার হেতু দুটি। এক, ইংরেজিতে লিখলে অনেক বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছানো যায়, বিদেশি পত্র পত্রিকায় লেখা ছাপানো যায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করা যায়, যেগুলির জন্য আমরা লোলুপ। দুই, কাঙ্ক্ষিত পারিভাষিক শব্দের অভাব। অর্থাৎ উপযোগী বাংলা পারিভাষিক শব্দের অভাবেও আমরা অনেক শাস্ত্র বা বিজ্ঞানের নিজস্ব শব্দ গুলিকে বাংলায় অনুবাদ করতে পারি না। করলেও তা সঠিক হয় না। ফলে বাংলা বর্জন করে ইংরেজির দ্বারস্থ হতে হয়।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাতে বাংলা ভাষার গুরুত্ব হীনতা : বহুকাল পূর্ব থেকেই উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার তেমন নেই বললেই চলে। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত ছাড়া বাকি যেকোনো বিষয়ের গবেষণাপত্র লিখতে হয় ইংরেজিতে। মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চার কথা বলা হলেও কার্য ক্ষেত্রে দেখা যায় তার উল্টো। এই পশ্চিমবঙ্গের বুকেই কত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আছে, যারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রধান সমস্যার মুখে পড়ে তাহলো, বাংলার সুযোগহীনতা ও ইংরেজি ভাষার প্রতি দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতার কারণেই অনেক বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। অথচ যদি জার্মানি গিয়ে পড়তে চান, জার্মান জানতে হবে। যদি ফ্রান্সে গিয়ে পড়তে চান, ফরাসি জানতে হবে। কোনও মার্কিন বিদ্যালয়ে পড়তে যান, আপনার ইংরেজিতে পি এইচ ডি থাকলেও আপনাকে 'টেস্ট অব ইংলিশ এন্ড ফরেন ল্যাংগয়েজ' পরীক্ষা দিতে হবে। ভাষাবিদ ফারদিনান্দ সসুর যদি তার মাতৃভাষা ফরাসিতে গবেষণাপত্র লিখতে পারেন, কার্ল মার্ক্স যদি জার্মান ভাষায় তার রচনা লিখতে পারেন, ক্লদ লেভি-স্ত্রস যদি ফরাসি ভাষায় তত্ত্ব নির্মাণ করতে পারেন; তাহলে বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী গবেষকেরা কেন বাংলা ভাষায় গবেষণাপত্র লিখতে পারবে না? প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে যেসমস্ত শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলেন, তারা কেন আজও নীরব সমাজ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান শাখার গবেষণা পত্র গুলি বাংলায় রচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ? ইংরেজি দুর্বল বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী গবেষকেরা তাদের মাতৃভাষায় গবেষণা ও জ্ঞান চর্চা করতে পারলে হইত জ্ঞানের জগতে আরও নতুন তথ্য, তত্ত্ব বা দিগন্ত উন্মোচিত হবে। প্রয়োজন বোধে বিশ্বের কাছে পোঁছে দিতে তার ইংরেজি অনুবাদ হবে, যেভাবে আমরা ফারদিনান্দ সসুর, আইজ্যাক নিউটন, আরকিমিদিউস, শেক্সপিয়রকে বাংলায় অনুবাদ করে তাদের মতবাদ, তত্ত্ব, দর্শন, উপন্যাসকে পড়েছি, জেনেছি বা শিখেছি।

বাংলার প্রতি অনীহা ও আস্থাহীনতা: উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলার কোন কদর নেই। সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন ইংরেজির। তাই বাঙালির মনে বাংলার প্রতি যেমন কোন টান বা আকর্ষণ নেই, তেমনি বাংলা ভাষার উপর আস্থাও রাখতে পারছে না আপামর বাঙালি। বিদ্যালয় গুলির দিকে তাকালেই সেই চিত্র পরিষ্কার। আপামর অভিভাবক কুলের বিবেচনায় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ই হল সেরা ঠিকানা সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য। তাই বিষয় নির্বাচনে ইংরেজি প্রথম ভাষা এবং হিন্দি থাকে দ্বিতীয় পছন্দের তালিকায়। বাংলা মাধ্যমে তো নিম্ন শ্রেণীর ছেলে মেয়েরা পড়ে, সেখানে তো শুধু নোংরা কথা বার্তা শিখবে। মার্জিত রীতি-নীতি-আচরণের শিক্ষা কি বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে হবে ? আর ছেলে মেয়েকে স্মার্ট করতে হলে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ই হল সেরা ঠিকানা, বাংলা মাধ্যমের ছেলে মেয়েরা ভ্যাবলা হবে—এমন সব ধারণা অভিভাবক মহলে বর্তমানে ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া এই সব অভিভাবকরা এটাও মনে করেন, জ্ঞান অর্জনের সমস্ত ভালো ভালো গ্রন্থ তো ইংরেজিতে আছে, বাংলা গ্রন্থ পড়ে তাই কি হবে ? তাছাড়া ইংরেজি তো সংযোগকারী ভাষা। এই ভাষা শিখলে তার সন্তান বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না। তাই বাংলার উপর ভরসা না রেখে সন্তানদের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অভিভাবকরা মরিয়া হয়ে পড়ছেন। এই প্রবণতা নতুন নয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রবণতাটির যে প্রবল প্রসার ও প্রচার ঘটছে, তা নজরযোগ্য।

বাংলা ভাষা ও সামাজিক পৃথকীকরণ: সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও ভাষাগত পৃথকীকরণ দেখা যায় এবং যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সামাজিক পৃথকীকরণ ও অসাম্য। আমরা জানি, সমাজ যত বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষের দ্বারা গড়ে উঠবে, ভাষাগত বিষমরূপতা তত প্রকট হবে। একজন ব্যক্তি, যে সামাজিক ক্রমোচ্চবিন্যাসের উচ্চ স্তরে অবস্থান করে, সে যে রীতিতে কথা বলবে তা অবশ্যই ক্রমোচ্চ বিন্যাসের নিম্ন স্তরে অবস্থানরত ব্যক্তির কথা বলার ধরণ বা রীতি থেকে ভিন্ন হবে। একই ভাষাকে কেন্দ্র

করে এই ধরণের ভিন্নতা যখন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তখন তাকে বলে 'Sociolects'. শ্রেণীর সাথে সাথে অঞ্চল গত ভিন্নতাতেও কিন্তু একই ভাষার মধ্যে কথা বলার ভিন্ন রীতি, ভিন্ন টান, ভিন্ন উচ্চারণ দেখা যায়। বাংলা ভাষায় কথা বলার বা লেখা-লিখি করার রীতি ও ধরণের উপর ভিত্তি করে আমরা বাংলাকে মার্জিত বাংলা ভাষা (Standard Bengali language) এবং অমার্জিত বাংলা ভাষা (Non- Standard Bengali language)—এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি (Rahman 2014). মার্জিত বাংলা ভাষাকে আমরা শিক্ষিত, মহান বা প্রবর শ্রেণীর ভাষা বলে গণ্য করি। তাই সমাজে মার্জিত বাংলা ভাষার এবং এই ভাষায় কথা বলা মানুষের মর্যাদা উচ্চ বলেই পরিগণিত হয়। সাহিত্য, উপন্যাসেও এই মার্জিত ভাষাই বেশী ব্যবহিত হয়। অপরদিকে, অমার্জিত বাংলা ভাষা কম মর্যাদাপূর্ণ এবং শিক্ষিত বা মার্জিত মানুষরা এই ভাষাকে একটু তাচ্ছিল্যের চোখে বেশী দেখে থাকে। আসলে অমার্জিত বাংলা ভাষা বেশীর ভাগ ব্যবহার করে অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষরাই। তবে অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রভাবেও ভাষার মধ্যে একটা অমার্জিত ভাব চলে আসে। পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার আঞ্চলিক বাংলা ভাষাও অনেক ক্ষেত্রে সেই অমার্জিত রূপের মধ্যেই পড়ে। আর যখন ভাষার জন্য কারোর প্রতি অন্যায্য বা অসমীচীন বা অনুচিত আচরণ করে থাকি এবং তাকে এর ভিত্তিতে পৃথক করে থাকি, তখন তাকে বলে ' Linguicism' বা 'Languagism'. এটা হল ভাষাগত পৃথকীকরণ বা 'Linguistic Discrimination'. অর্থাৎ যখন ভাষা সংক্রান্ত তুলনামূলক বিশ্বাস গুলির আলোচনা করি, তখন এক ধরণের ভাষা গত দৃষ্টিভঙ্গি (Linguistic Attitude) তৈরি হয়। ফলে ভাষাতেও 'আমাদের ভাষা' এবং 'ওদের ভাষা'- এই পার্থক্য চোখে পড়ে। অমার্জিত বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষ গুলো মূলত এই ধরণের পৃথকীকরণ-এর শিকার হয়। সমাজের মার্জিত সংস্কৃতিবান মানুষজন তাদের কথা বলার ধরণ, ভঙ্গিমা শুনে পরিহাস করে। এই ভাবে আঞ্চলিক অমার্জিত বাংলা ভাষা সমাজে নিম্ন মর্যাদা লাভ করে থাকে। বলা যায় যে, এই দিকটিও বাংলা ভাষার জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম একটি কারণ।

বাঙালির ভাব প্রকাশে হিন্দি ও ইংরেজির বহুল ব্যবহার: বাঙালিরা যেন সম্প্রতি বাংলায় চিন্তা করতেই ভুলে যাচ্ছে। তাই 'কারণ' শব্দটি ব্যবহার না করে ব্যবহার করছে 'কেনো কি'। এই 'কেনো কি' তো হিন্দি ভাষায় 'কিউ কি' র অনুবাদ। আবার বলছে 'খাবার লাগিয়ে দিয়েছি'। এটাও তো হিন্দির 'খানা লাগা দিয়া'র অনুবাদ। এটা কি বাংলা ভাষার পরিবর্তন ? না বাংলা ভাষার বিকৃতিকরণ ? বাঙালি কি ভুলে যাচ্ছে তার বাংলা ভাষা ? না তার কাছে বাংলা ভাষা মূল্যহীন হয়ে পড়ছে ? সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে হিন্দি-ইংরেজির রমরমাতে বাংলা ভাষা তো মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারছে না । বাঙালিদের ভাবনা চিন্তা ও কথা বার্তায় হিন্দি ও ইংরেজির প্রবেশের কিছু কারণ আছে। এর মধ্যে একটা কারণ অবশ্যই বিদ্যুতিন গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার। ধারাবাহিক থেকে চলচিত্র, খেলা থেকে খবর, সমস্ত অনুষ্ঠান তো হিন্দি- ইংরেজিতেই বেশী প্রচারিত হচ্ছে। জনপ্রিয় অনুষ্ঠান গুলিও হিন্দি ও ইংরেজিতে। এটা ছাড়াও আর একটা বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। তাহল শুদ্ধ বা পরিশোধিত বা পরিমার্জিত বাংলা এবং সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষার মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। আর সেই ব্যবধানের মাঝেই ঢুকে পড়ে হিন্দি বা ইংরেজি। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কথায় কথায় আমরা বলি "আমাদের ডেলি লাইফে কত কিছু ঘটছে"। পাঠক বুঝতেই পারছেন 'ডেলি লাইফ' শব্দগুলি ব্যবহার করা হল 'দৈনন্দিন জীবন/ প্রাত্যহিক জীবন'-এর পরিবর্তে। কারণ কথা বলার সময় 'দৈনন্দিন জীবন' বা ' প্রাত্যহিক জীবন' ব্যবহার করা বড় কষ্টের মনে হয়। তাছাড়া এই শব্দ গুলো তো আবার অশিক্ষিত বাঙালিদের কাছে দুর্বোধ্য শব্দ। তাই সহজেই এরা 'ডেলি' বুঝতে পারেন, কিন্তু 'দৈনন্দিন' বা 'প্রাত্যহিক' বললে তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে। আর শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষরা সহজ বলে অথবা অভ্যাসের বশেই বলে ফেলেন ' ডেলি লাইফ'। বর্তমানে সোস্যাল নেটওয়ার্কিং এ বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে যে 'এস.এম. এস.' বা 'চ্যাট' হয়, সেখানেও বিভিন্ন আবেগগুলির যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত প্রকাশে বাংলার বদলে ইংরেজি শব্দেরই ব্যবহার বেশী সুবিধাজনক ও জনপ্রিয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে Jagan Mohan (2016) বলেছেন,

"English being a flexible language readily yielded to their handling. After a hundred years of domicile, English adopted itself to the Indian soil and become just another of India's many languages and an effective vehicle to express Indian thought in typically Indian idiom"

বাংলা অভিধানে ইংরেজির অন্তর্ভুক্তিকরণ-

বর্তমানে বাংলা অভিধানের শব্দ তালিকাতেও অসংখ্য ইংরেজি শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে। Niladri Sarkar Das (2015) বলেছেন, বাংলা শব্দ তালিকাতে ইংরেজি শব্দের এই অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়াকে বলে "Naturalization".

তাঁর মতে, *"Naturalization is a process of acquisition of lexical items from a different language. Here it refers to the act of acquiring a large number of English words and terms into Bengali vocabulary"*। বাংলা শব্দ তালিকাতে ইংরেজি শব্দের এই অন্তর্ভুক্তিকরণ দুটি প্রক্রিয়াতে ঘটে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কখনো কখনো ইংরেজি শব্দটির কোন গঠন-কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এই প্রক্রিয়াটিকে তিনি "Adoption" বলেছেন। তাঁর মতে, *"Adoption refers to the process of inheriting new words and phrases from a different language without affecting their forms (structure) to address the linguistic needs of a speech community"*. আবার কখনো কখনো ইংরেজি মূল শব্দটি বাংলা শব্দের সাথে মিশে গিয়ে অর্থাৎ একটু পরিবর্তিত হয়ে বাংলা শব্দ তালিকাতে বা ভাষাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে তিনি বলেছেন, "Adaptation". তাঁর মতে, *"Adaptation is inheriting foreign words and terms into a language through a process of nativization"*। বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজির এই অন্তর্ভুক্তিকরণ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটছে এবং আমরা বাঙালিরা কথ্য ও লিখিত ভাষায় তা ব্যবহার করছি।

অন্যান্য কিছু কারণ: মিশ্র বিবাহ, শিল্পভিত্তিক শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি, সামাজিক সচলতার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে একাধিক ভাষা জানা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি বা অন্য ভাষায় অনুবাদিত বই-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক ভাষীর থেকে দোভাষী বা ততোধিক ভাষা জানাও বর্তমান কালে জরুরি হয়ে উঠেছে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য, নিজেকে স্মার্ট প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা জীবিকার প্রয়োজনে। এই দিকগুলিও বাংলা ভাষার জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

উপসংহার: বাংলাকে আমরা কিন্তু শুধু অন্দর মহলের ভাষা করেই রাখলাম এযাবৎ। কর্ম জগতের ভাষা বা গুরুতর চর্চার ভাষা হিসাবে বাংলাকে বেছে নেওয়ার চেষ্টাই করলাম না সেভাবে। একটু ঘরোয়া কথকতা, একটু রোয়াকি আড্ডা, একটু ভালবাসা, একটু বিতণ্ডা, একটু খুনসুটি, একটু রং-তামাসা- এর বাইরে সেভাবে কোন ভূমিকাই নিতে দিলাম না বাংলা ভাষাকে। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে, গল্পে, গানে, বিনোদনেও বাংলাকে আমরা রেখেছি ঠিকই; কিন্তু এইটুকু ব্যবহারিক পরিসর ভাষার কাঙ্ক্ষিত বিকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৭) অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাই বলেছেন, *"বাংলাকে আমরা খিড়কি-পুকুর বানিয়ে রাখলাম, যেখানে শুধু বাসন মাজি। বাংলাকে সেই মহাসুমদ্র হয়ে উঠতে দিলাম না, যে জলভাগে বাণিজ্য তরী ভাসিয়ে আমি বিশ্ব জয় করতে পারি।"* ভাষা ক্রমবিবর্তনশীল, ভাষা ক্রমবিকাশশীল। সভ্যতার ইতিহাস সাক্ষী, কোন ভাষাই আজ পর্যন্ত সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। আদান-প্রদানের ঘাত-প্রতিঘাতেই ভাষার বিকাশ হয়, ভাষার শব্দকোষ বাড়ে, ভাষা বলিষ্ঠ হয়, ভাষা প্রসার পায়। কিন্তু বাংলাকে অন্দর মহলে কুক্ষিগত করে রেখে সেই ঘাত-প্রতিঘাত থেকে বঞ্চিত করছি আমরা।

যে ভাষাকে জোর করে বাঁচাতে হয়, তার মৃত্যু অবধারিত, দূর কিংবা অদূর ভবিষ্যতে। তাই ভাবা দরকার বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার অতল থেকে তুলে আনার লক্ষ্যে কী কী করণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন, যে ভাষার সাহিত্য দুর্বল, সে ভাষার ভবিষ্যতও দুর্বল। বাংলা সাহিত্যের মান এখনও ফেলনা নয়, তবুও বিশ্বায়ন, বলিউড, জনপ্রিয় সংস্কৃতির প্রতাপের বিরুদ্ধে বেচারা বাংলা সাহিত্য বস্তুটি কত দূরই বা লড়তে পারে ? বাংলায় লেখা, বাংলায় পড়া, বাংলায় শোনা এবং বাংলাতেই ভাবা- এই চার লক্ষ্য পূরণের ত্বরিত পথ প্রণয়ন না করলে ভারতীয় বাঙালির যবনিকাপাত কেবল সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে হয়। তাই বাংলা ভাষাকে 'ধ্রুপদী' ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে তামিল, তেলেগু, মারাঠি, ওড়িয়া ভাষাকে 'ধ্রুপদী' ভাষা হিসাবে মর্যাদা দিয়েছে। সেই তালিকায় বাংলা থাকবে না ? ওড়িয়া পেতে পারে, আর বাংলা পাবে না, এমন হয় নাকি ? তাই বাংলা কে 'ধ্রুপদী' মর্যাদা দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বাঙালিকেই । ভাষাবিদ নই। অকপটে স্বীকার করছি যে, বাংলা শব্দ, ভাষা, বাক্য, কবিতা বা বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমার জ্ঞান অতি সামান্যই । বাংলা ভাষাবিদরা সঠিক পথ দেখান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। বাংলা ভাষাকে বাঁচান। ওপার বাংলা পারে, এপার বাংলা পারবে না কেন?

তথ্যসূত্র-

বাংলা

১) চ্যাটার্জি,ড.শুভ্রজিৎ (২০১৬); ***বিশ্বায়নের আলোকে ডোকরা শিল্প ও শিল্পী সম্প্রদায়;*** স্কলার পাব্লিকেশন; আসাম ।

২) দাস,রমাপ্রসাদ (২০০০) ; ***ভাষার বনিয়াদঃ কিছু প্রসঙ্গ ;*** পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমি; কলকাতা ২০।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন (২২ ফেব্রুয়ারি,২০১৭); ***"বাংলাকে আমরা খিড়কি-পুকুর বানিয়ে রাখলাম, মহাসুমদ্র হয়ে উঠতে দিলাম না"***; আনন্দ বাজার পত্রিকা।

৪) সরকার, সুবোধ (২১ মে, ২০১৭); ***" বাংলার চাই ধ্রুপদী মর্যাদা";*** আনন্দ বাজার পত্রিকা।

ইংরেজি

1. Bhattacharya, Chandrima S.(Sept 01,2017); ***A Dirge to Bengali, RIP***; The Telegraph.

2. Das, Niladri Sekhar (2015); ***A Descriptive Study of Bengali Words***; Cambridge University Press, Delhi 110002.

3. Ghosh, Anumita (Nov.27, 2017); ***The Indian Regional Language Crisis of the Next Generation***; Retrieved on 10 Jan 2018 from www.blankslatechronicles.com

4. Hjarvard,Stig(2002); ***The Globalization of Language: How the Media contribute to the Spread of English and the Emergence of Medialects*** ; Plenary Session III ,Media, Globalization and Identity, Retrieved on 9 June 2012 from *http://nordicom.gu.sc/common/publpclf/157075-098.pdf*.

5. Jagan Mohan, B.L.V.G(2016); ***Social Discrimination and Identity Crisis in the Novel 'Untouchable' by Mulk Raj Anand***; ELK Asia Pacific Journals, Special Issue.

6. Penny, William Kevin (2002); ***Linguistic Imperialism: The Role of English as an International language***; Assignment SO/02/05; MA TEFL/TESL; University of Birmingham.

7. Phillipson, R.(1992); ***Linguistic Imperialism***; Oxford University Press, Oxford.

8. Rahman, Afroza (Aug, 2014); ***The Influence of Social Classes on Language Variations: A Study on the People of Dhaka City***; BRAC University; Dhaka Bangladesh.